তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩২

**বিচারপতি ইনায়েতুর রহিম ও হুইপ ইকবালুর রহিমের মাতা**

**নাজমা রহিমের ইন্তেকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহচর, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা, স্বাধীনতা পদকে ভূষিত সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম এম আব্দুর রহিমের সহধর্মিণী এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম ও জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিমের মাতা নাজমা রহিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ।

আজ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮০ বছর বয়সে নাজমা রহিমের ইন্তেকালের সংবাদে শোকাহত মন্ত্রী প্রয়াতের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান তাঁর শোকবার্তায় বলেন, মরহুমা নাজমা রহিম তাঁর পুত্র বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম, হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি, কন্যা ডা. নাদিরা সুলতানা, ডা. নাসিমা সুলতানা, নাফিসা সুলতানা ও নাজিলা সুলতানার জীবনে সাফল্যের কারিগর হিসেবে তিনি রত্নগর্ভা “স্বপ্নজয়ী” মায়ের সম্মাননায় ভূষিত হন।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় দিনাজপুর গোর-এ-শহিদ বড় ময়দানে এশিয়ার সর্ববৃহৎ ঈদগাহ্ মাঠে প্রথম জানাজা এবং দুপুর ২ টায় মরহুমার গ্রামের বাড়ি দিনাজপুর সদর উপজেলার ৮নং শংকরপুর ইউনিয়নের জালালপুর গ্রামে পাঁচকুড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক গোরস্থানে মরহুমা নাজমা রহিমের দাফন কার্য সম্পন্ন হবে।

#

আকরাম/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২২২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩১

**স্থানীয় সরকারমন্ত্রীর সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলামের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক। পানি পরিশোধন প্রকল্পে বিনিয়োগসহ দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়সমূহ এ সময় বিশদভাবে আলোচিত হয়। আজ মন্ত্রীর দপ্তরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে চট্টগ্রামের মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানি সরবরাহ প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় মেঘনা নদী থেকে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানি পরিশোধন করে সরবরাহ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বৈঠকে মেঘনা নদী থেকে সঞ্চালন পাইপের মাধ্যমে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে পানি সরবরাহ এবং সমুদ্রের পানি লবণাক্ততা দূর করে পরিশোধনের মাধ্যমে সরবরাহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী পদ্ধতি কোনটি হতে পারে তার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় বৈঠকে ।

মোঃ তাজুল ইসলাম দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে ভবিষ্যতে দুই দেশের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

#

হেমায়েত/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২২২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯৩০

**জলবায়ু-সহনশীল দেশ গড়তে নারীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, আমাদের পরিবেশ রক্ষায় এবং জলবায়ু-সহনশীল সম্প্রদায় গড়ে তুলতে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন প্রচেষ্টায় তাদের ক্ষমতায়ন এবং অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া অপরিহার্য। নারীর পূর্ণ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে আমরা পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৃহত্তর স্থায়িত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করতে পারি।

আজ রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে দ্য এশিয়া ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থা বহ্নিশিখার যৌথ উদ্যোগে ‘এমপাওয়ারিং উইমেন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন জরুরি কারণ তারাই হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় পরিবর্তনের মূল এজেন্ট। তিনি বলেন, নারীরা পরিবেশ সংরক্ষণ, অভিযোজন এবং প্রশমন প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বলেন, সরকার প্রভাব মূল্যায়ন করে জলবায়ু পদক্ষেপ বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের অভিজ্ঞতা স্বাগত জানায়। সর্বাধিক প্রভাবের জন্য কৌশলগত ব্যয় অপরিহার্য। তিনি বলেন, পানি ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান ও সংসদ সদস্য নাহিম রাজ্জাক।

#

দীপংকর/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯২৯

**সবুজ অর্থনীতি নারীদের অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে**

 **--- অর্থ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 অর্থ প্রতিমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ওয়াসিকা আয়শা খান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে ছয় দফা প্রস্তাবের মধ্যে দিয়েছেন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থায়ন বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় উন্নত দেশগুলো যে অঙ্গীকার করেছে তা পালন করা জরুরি। তিনি ২০২৫ পরবর্তী নতুন জলবায়ু অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণেও গুরুত্ব দিয়েছেন। সবুজ অর্থনীতি লিঙ্গবৈষম্য কমিয়ে নারীদের অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করবে।

 রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে দি এশিয়া ফাউন্ডেশন ও উন্নয়ন সংস্থা বহ্নিশিখা'র যৌথ আয়োজনে ‘এমপাওয়ারিং উইমেন ফর ক্লাইমেট জাস্টিস’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে অর্থ প্রতিমন্ত্রী আজ এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী প্রধান অতিথি অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের ২৫টি মন্ত্রণলায় ও বিভাগ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় চলতি অর্থবছরে ৩৭ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় করছে। সমাজ ও অর্থনীতিতে নারীদের অবদান তুলে ধরে তাদের কাজের ইতিবাচক মূল্যায়নের সুযোগ সৃষ্টিতে সকলকে কাজ করতে হবে। ২০৩০ সালের মধ্যে জলবায়ু এবং জেন্ডার সম্পর্কিত এসডিজি-র লক্ষ্য অর্জনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে দি এশিয়া ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট মিজ লরেল ই মিলার ‘উইমেন্স ক্লাইমেট রেজিলেন্স এন্ড এডাপ্টেশন এলায়েন্স’ কর্মসূচির সূচনা করেন। প্যানেল আলোচনা পর্বে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নারীর অংশগ্রহণ, মিটিগেশন, এডাপ্টেশন এবং সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব বিষয়ে প্যানেলিস্টবৃন্দ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি ও অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

#

আলমগীর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৮

**বিএনপি-জামায়াত ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে**

 **-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, সারা পৃথিবীতে গাজায় হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয় আর বিএনপি-জামায়াত এই হত্যার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেনি। তারা ইসরাইলের দোসরে পরিণত হয়েছে, এদের চিহ্নিত করতে হবে।

আজ রাজধানীর পল্টনে একটি হোটেলে ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ আয়োজিত ইফতারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ইসরায়েলি সেনাদের হামলায় ফিলিস্তিনের গাজায় ৩২ হাজারের বেশি মানুষ হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে তার মধ্যে বেশিরভাগই শিশু ও নারী। লন্ডন, ওয়াশিংটন, সিডনিসহ বিশ্বের বহু জায়গায় এমন কি ইসরায়েলের তেল আবিবেও মানুষ এই হত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেছে। অথচ ক্ষমতায় যাবার লোভে বিএনপি- জামায়াত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে নাই, কোনো বৃহৎ শক্তি নাখোশ হতে পারে এই ভয়ে। অর্থাৎ তারা আজ ইসরায়েলের দোসরে পরিণত হয়েছে।

মন্ত্রী হাছান বলেন, বিএনপি-জামায়াত ভেবেছিল একটি বড় দেশ তাদেরকে ফিডার খাওয়াতে খাওয়াতে কোলে করে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে। কিন্তু তা হয়নি। ইসরায়েলি সেনাদের অনুকরণে তারা ঢাকায় পুলিশ হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে। আর এখন তারা হাঁটে। হেঁটে হেঁটে লিফলেট বিতরণ করে। এটা তারা করুক, কিন্তু আগের মতো আগুনসন্ত্রাস যেন না করতে যায়, তাহলে জনগণ তাদের উচিত শিক্ষা দেবে।

এ সময় ইসলামের কল্যাণে সরকারের অবদান তুলে ধরে হাছান মাহমুদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা ইসলাম ও আলেম সমাজের কল্যাণে যা করেছেন অন্য কোনো সরকার তা করেনি। কওমি মাদ্রাসার স্বীকৃতিদান, প্রতিটি উপজেলায় মনোরম মসজিদ, শিক্ষকসহ মক্তব, আলেমদের সম্মান প্রতিষ্ঠা ও কল্যাণ আওয়ামী লীগ সরকারই করেছে।

ইসলামিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান আল্লামা বাহাদুর শাহ মোজাদ্দেদীর সভাপতিত্বে ফ্রন্টের ভাইস চেয়ারম্যান এএএম একরামুল হক ও অধ্যক্ষ এম ইব্রাহীম আখতারী, যুগ্ম মহাসচিব মোশাররফ হোসেন হেলালী এবং স ম হামেদ হোসাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল মারুফ আজহারী প্রমুখ মাহফিলে বক্তৃতা দেন।

#

আকরাম/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২০০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৭

**জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিমের মায়ের মৃত্যুতে সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিমের মাতা নাজমা রহিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি।

আজ এক শোকবার্তায় মন্ত্রী বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম সদস্য এম আব্দুর রহিমের সহধর্মিণী, জাতীয় সংসদের হুইপ ইকবালুর রহিম ও আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিমের মাতা নাজমা রহিম ছিলেন একজন গুণী ব্যক্তিত্ব ও রত্নগর্ভা।

শোকবার্তায় মন্ত্রী মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, নাজমা রহিম (৮৪) আজ বুধবার বেলা তিনটায় রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। তিনি দুই ছেলে, চার মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

#

জাকির/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯৫৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯২৬

**ম্যানচেস্টারে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ এর বর্ণাঢ্য** উদ্‌যাপন

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 ম্যানচেস্টারে বাংলাদেশ সহকারী হাইকমিশনে যথাযোগ্য মর্যাদায় এবং উৎসবমুখর পরিবেশে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’-এর গৌরবোজ্জ্বল ৫৩-বছরপূর্তি উদ্‌যা**পিত** হয়।

 বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ সকাল ১০টায় সহকারী হাইকমিশনার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহ পাঠ করাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়।

 ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ ম্যানচেস্টার, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস থেকে বাংলাদেশি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ, কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং বিভিন্ন শ্রেণির বিপুল সংখ্যাক বাংলাদেশির অংশগ্রহণে সহকারী হাইকমিশনের চ্যান্সারিতে ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উদ্‌যাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সবশেষে আগত অতিথিবৃন্দ-কে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইফতার এবং নৈশভোজে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী খাবার দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

 স্বাগত বক্তব্যে সহকারী হাইকমিশনার কাজী জিয়াউল হাসান সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ১৯৭১ সালের এই দিনে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়, বিশ্বমানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জাতির পিতার স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন ও ১৯৭১ এ সেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার ৫৩-তম বার্ষিকীতে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতার অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জনগণের জীবনমান বৃদ্ধি, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় ও বিচক্ষণ নেতৃত্বের কারণে সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান আজ অত্যন্ত সম্মানের। তিনি উন্নয়নের সোপানে দ্রুত অগ্রসরমান বাংলাদেশের সোনার বাংলা রূপায়নে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করেন।

#

জিয়াউল/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২৫

**বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে**

 **- প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, মুক্তিযুদ্ধ করে, বিজয় এনে দেওয়া একমাত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো বলিষ্ঠ নেতৃত্বদানকারীর জন্যই সম্ভব হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির প্রেরণার উৎস। তাই মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

আজ প্রবাসী কল্যাণ ভবনের বিজয়-৭১ হলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক বঙ্গবন্ধু চেয়ার ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন। বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তথা সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন, এখন তিনি লক্ষ্য স্থির করেছেন স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

#

সৈকত/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯২৪

**বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের ব্যাপকতা আপামর মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছিল**

 **--- প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ড. তৌফিক-ই-ইলাহী, বীর বিক্রম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনের গভীরতা ও ব্যাপকতা আপামর মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা আসার পূর্ব থেকে বাংলার মেহনতী মানুষ প্রস্তুত ছিল। মূলত ৭ মার্চের ভাষণই আমাদেরকে প্রস্তুত করেছে।

 উপদেষ্টা আজ ‘২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪’ উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 তৌফিক-ই-ইলাহী বলেন, ৫২’র ভাষা আন্দোলন আমাদের আত্মোপলদ্ধির সূচনা করেছে। এই উপলব্ধি পাকিস্তানের শাসন-শোষন সম্পর্কে সচেতন করেছে; যা পরবর্তিতে ৬ দফার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। আর এই ৬ দফায় নিহিত ছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর বিরল নেতৃত্বেই আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীন একটি দেশে দিয়েছে। এ সময় তিনি আরো বলেন, এ দেশে শত্রু আগে ছিল এখনও আছে, সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে, ভালোভাবে কাজ করে দেশকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর হাতকে আমরা যত শক্তিশালী করবো, দেশটা তত দ্রুত এগিয়ে যাবে।

 ভার্চুয়াল সবায় অন্যান্যের মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি মুঃ জিয়াউর রহমান, বাংলাদেশ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গবেষণা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব) মোঃ মোকাব্বির হোসেন, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সচিব মোঃ নুরুল আলম, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ বি এম আজাদ, পিডিবি’র চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান এবং পেট্রাাবাংলার চেয়ারম্যান জনেন্দ্র নাথ সরকার সংযুক্ত থেকে বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯২৩

**বঙ্গবন্ধু নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছেন**

 **---শিল্পমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন করেছেন। তিনি কোনো অন্যায় ও সহিংস পথ অবলম্বন করেননি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন যথাক্রমে ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন, ’৬২ এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৬ এর ছয় দফা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ’৭০ এর নির্বাচন ও সবশেষে ’৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীর মতিঝিলে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়নি। এটি ছিল দীর্ঘ ২৪ বছরের বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফসল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি জনযুদ্ধ। নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ছিলেন পুরোদস্তুর একটি প্রতিষ্ঠান। তিনি মানুষকে পড়তে পারতেন এবং তাদের হৃদয়ের ভাষা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন। মানুষকে একত্রিত ও সংগঠিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন এবং তাদের দুঃখকষ্টে পাশে দাঁড়াতেন। প্রধান অতিথি বলেন, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী প্রমুখ নেতারাও মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট সৃষ্টিতে অবদান রেখেছেন। তবে এতে সবচেয়ে মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ রেখেছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

 শিল্পমন্ত্রী বলেন, পিতার কাছ থেকে নেতৃত্বের সব গুণাবলি পেয়েছেন বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বড় মেয়ে বলে পিতার বেশি সান্নিধ্য ও আদর পেয়েছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেশা, বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো, দলের নেতাকর্মীদের খোঁজখবর নেয়া প্রভৃতি মানবিক গুণাবলি তিনি বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে শিখেছেন।

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সভাপতিত্বে সভায় মুখ্য আলোচক হিসাবে বক্তৃতা করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর এর সদস্য সচিব ও কিউরেটর মোঃ নজরুল ইসলাম খান।

 খোকা থেকে জাতির পিতায় রূপান্তরের ইতিহাস বর্ণনা করে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর এর কিউরেটর সাবেক সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম খান বলেন, বঙ্গবন্ধুই প্রথম রাজনৈতিক নেতা যিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মিশেছিলেন, তাদের কাছে ক্ষমতা নিয়ে গিয়েছিলেন। যে কারণে তিনি এদেশের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, মজুরের নেতা।

 শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা বলেন, স্বাধীনতা মানে শুধু দেশ ও জাতি স্বাধীন হওয়া নয়। এর তাৎপর্য আমাদের গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। তিনি বলেন, শুধু দিবস পালনে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাধীনতার মর্মার্থ ও তাৎপর্য আমাদের নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

 আলোচনা সভায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-সংস্থার প্রধানগণসহ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

 উল্লেখ্য, মন্ত্রী এর পূর্বে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রাঙ্গণে স্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর তিনি মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু কর্নার পরিদর্শন করেন এবং পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের মাঝে উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন।

#

ফয়সল/পাশা/সায়েম/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২২

**দ্বীপ এবং চরে বসবাসকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর**

 **জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার**

 **- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় দ্বীপ এবং নদীর চরে বসবাসকারী বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে জলবায়ুজনিত দুর্যোগের প্রস্তুতি এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় জনসাধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এর ফলে রংপুর এবং ভোলা জেলার চরে বসবাসকারী জনসাধারণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। মন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি এবং বন্যা মোকাবিলা করার জন্য ৯শ টি জলবায়ু-সহনশীল ঘর মেরামত করা হবে। ৫শ’ পরিবারের জন্য রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম স্থাপন করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৩০ টি সোলার ন্যানো-গ্রিড এবং ২০ টি ক্ষুদ্র দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-’২৪ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

পরিবেশমন্ত্রী বলেন, উপকূলীয় ও নদী চর এলাকার ইকোসিস্টেমভিত্তিক অভিযোজন এবং ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও মজবুত করার উদ্যোগ নেয়া হবে। নির্বাচিত দ্বীপগুলোর জন্য জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া ও ঘূর্ণিঝড়ের আগাম প্রস্তুতির সরঞ্জাম বিতরণ করা হবে। জরুরি উদ্ধারে নৌযান বা ভাসমান অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় মানুষের জন্য জলবায়ু সহনশীল বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকদের জলবায়ুসহনশীল কৃষি অনুশীলনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। সৌরচালিত হিমাগার ও সেচ পাম্প স্থাপন করা হবে। স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের তাদের নিজ নিজ কর্মকাণ্ডে জলবায়ু ঝুঁকি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ৪ টি জলবায়ু অভিযোজন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। জলবায়ু সচেতনতা প্রচার অভিযানের বাস্তবায়ন করা হবে।

সভায় মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ড. ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীসহ প্রকল্প পরিচালকগণ এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা হয়। পরিবেশমন্ত্রী প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন যথাসময়ে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২১

**পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মার্চ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মার্চ বাস্তবায়নাধীন মাসিক এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা সভায় আজ রাজধানীর পানি ভবনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুকের সভাপতিত্বে সভা সঞ্চালনা করেন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাজমুল আহসান।

সভায় জানানো হয়, প্রকল্পগুলোর ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন আর্থিক অগ্রগতি ৩৩ দশমিক শূন্য শূন্য শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫৮ দশমিক ৩২ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৯৫ টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ ১২ হাজার ১৮০ দশমিক ৯১ কোটি টাকা। অর্থ অবমুক্তি ৩ হাজার ৯৪৩ দশমিক ৮৬ কোটি টাকা, মোট ব্যয় ৪ হাজার ৭৮০ দশমিক ২৩ কোটি টাকা।

সভায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলতি অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, মাসভিত্তিক বাস্তবায়ন ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংস্থা প্রধান, প্রধান প্রকৌশলীবৃন্দ ও প্রকল্প পরিচালকগণ নিজ নিজ প্রকল্পের বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও সর্বশেষ অগ্রগতি সভায় তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গুণগতমান বজায় রেখে দ্রুত প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি শতভাগ নিশ্চিত করণ এবং যথাসময়ে কাজ শেষ করতে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি এক্ষেত্রে নিবিড় মনিটরিং ও টিমওয়ার্কের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রকল্প পরিচালকগণ প্রকল্পগুলোর কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এই মন্ত্রণালয়কে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হয় জনগণের সুরক্ষার জন্য। সেই কাজটি সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে করতে হবে।

প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা এখন যা করবেন তার ফল আপনার সন্তানরা ভবিষ্যতে ভোগ করবে। দায়িত্ব আপনাদের ওপর আপনাদের সন্তানদের জন্য কী রেখে যাবেন।

#

গিয়াস/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯২০

**যারা ভারত বিরোধী স্লোগান দিচ্ছে, ইন্ডিয়া আউট বলছে**

**তারা আজকে বাংলাদেশের জনগণ থেকে আউট হয়েছ**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, স্বাধীনতার এই মাসেও আমরা দেখছি আবারো পানি ঘোলা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারত সরকার, ভারতবাসী মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদেরকে যেভাবে সহায়তা করেছে; আমরা যদি সেটা ভুলে যাই, তাহলে আমরা কী ধরনের মানুষ হলাম। এক কোটি মানুষ ভারতের শরণার্থী শিবিরে স্থান পেয়েছিল। তারা তাদের খাইয়েছে, পড়িয়েছে, শিক্ষা দিয়েছে, চিকিৎসা দিয়েছে, ট্রেনিং দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে। সম্মিলিত মিত্রবাহিনী হিসেবে তারা সরাসরি অপারেশনে গেছেন। ১৭ হাজার ভারতীয় সৈন্য এ মাটিতে ঘুমিয়ে আছে। হানাদার বাহিনীর হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য তারা যে অবদান রেখেছে- এটা কি আমরা ভুলে যাব! আর আজকে এই দেশ থেকে ইন্ডিয়া আউট, ভারত আউট কর্মসূচি দেয়া হচ্ছে এটা খুবই দুঃখজনক। যারা ভারত বিরোধি স্লোগান দিচ্ছে, ইন্ডিয়া আউট বলছে- তারা আজকে বাংলাদেশের জনগণ থেকে আউট হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর বিআইডব্লিউটিএ ভবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং দেশের উন্নয়ন’ শীর্ষক আলোচনা সভার প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অভ্‌ বাংলাদেশ এর ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব দেলোয়ারা বেগম এবং বিআইডব্লিউটিএ'র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব শেখ মোঃ শরীফ উদ্দিন মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন। এই স্বাধীনতার জন্য অনেকেই সংগ্রাম করেছেন। কারো কথায় স্বাধীনতা আসেনি। এই বাংলার সম্পদ দিয়ে লন্ডন শহর তৈরি করা হয়েছে, এই বাংলার সম্পদ দিয়ে কলকাতা শহর তৈরি করা হয়েছে। এই বাংলার সম্পদ দিয়ে ইসলামাবাদ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু এই দেশের মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। বঙ্গবন্ধু সেটা জানতেন এবং সেই পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। আমার সম্পদ দিয়ে আমার অধিকার তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। দেশের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করেছিলেন, এই লুণ্ঠনকারীরা এদেশকে বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে দিতে চাইবে না। বঙ্গবন্ধু সেটি করেছিলেন। বাংলাদেশ কারো একার দেশ না। এই দেশ ১৬ কোটি মানুষের দেশ। আজকে পদ্মা সেতু আমাদের একটি মর্যাদার জায়গা। দেশের বাইরে থেকে সরকারপ্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান যারা আসেন তারাই পদ্মা সেতু দেখতে চান। ভুটানের রাজা গিয়েছেন পদ্মা সেতু দেখতে। কী বানিয়েছে- বাংলাদেশ এটা দেখতে। শেখ হাসিনা কী উন্নয়ন করেছে এটা সমগ্র পৃথিবী জানতে চায়। এটি আমাদের জন্য বড় একটি অহংকারের বিষয়। যে অহংকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে তৈরি হয়েছিল। আজকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দেশকে উন্নয়নের হিমালয়ের কাছে নিয়ে গেছেন-এটা আমাদের বড় প্রাপ্তি। এটাকে ধরে রাখা আমাদের বড় দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৩৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯১৯

**কোড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৫ দশমকি ৮১ শতাংশ। এ সময় ২৪১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

 গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ র্পযন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৭২৪ জন।

#

দাউদ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৯১৮

**খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুস শহীদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা খাদ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। দেশের জীবিকানির্বাহী কৃষি এখন বাণিজ্যিকীকরণের দিকে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বর্তমানে দেশে খাদ্যের কোনো ঘাটতি নেই। তবে জনসংখ্যা বাড়ছে আর চাষের জমি কমছে। এসব কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য গবেষণা আরো জোরদারের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের স্বল্প জীবনকালীন ও উচ্চফলনশীল নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং খাদ্যের উৎপাদন আরো বাড়াতে হবে।

 আজ রাজধানীর খামারবাড়িতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে ‘বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ গবেষণা দক্ষতা বৃদ্ধি’ শীর্ষক কর্মশালায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, আমাদের বিজ্ঞানীগণ ও গবেষণা সংস্থাগুলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখতে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে নতুন জাত উদ্ভাবনে সময় কমিয়ে আনতে হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ফসলের নতুন উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে।

 অনুষ্ঠানে বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মোঃ বখতিয়ারের সভাপতিত্বে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তার, ঢাকায় নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূত লিলি নিকোলস, কানাডার ইউনিভার্সিটি অভ্ সাস্কাচুয়ানের ভাইস প্রেসিডেন্ট বালজিত সিং, বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রকল্প পরিচালক এবিএম খালদুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

 উল্লেখ্য, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট অভ্ ফুড সিকিউরিটি (জিআইএফএস) এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এর মধ্যে ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আলোকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টটিটিউট চত্বরে বঙ্গবন্ধু-পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কেন্দ্রটির উদ্বোধন করেছেন। এই কেন্দ্র স্থাপনের ফলে কানাডার প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাবে এবং দুই দেশের মধ্যে কৃষিখাতে সহযোগিতা আরো জোরদার হবে।

#

কামরুল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৯১৭

**ঈদের ছুটির আগে সব সেক্টরের শ্রমিকদের বেতন -বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

পবিত্র ঈদুল ফিতরের সরকারি ছুটি শুরু হওয়ার আগেই গার্মেন্টসসহ সব সেক্টরের শ্রমিকদের উৎসব ভাতাসহ বেতন- বোনাস পরিশোধ করা হবে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (টিসিসি) এর ৭৭ তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

  সভাচলাকালীন আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বলেন, মালিক- শ্রমিক উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে সরকারি ছুটির সাথে সমন্বয় করে যাতায়াতের সুবিধা অনুযায়ী আসন্ন ঈদুল ফিতরের ছুটি দেয়া হবে। কোনো ক্রমেই ঈদের ছুটি সরকারি ছুটির কম হবে না।ঈদের পূর্বে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই করা যাবে না।

সভায় অংশ নেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, শ্রম অধিদপ্তরে মহাপরিচাল মোঃ তরিকুল আলম, বাংলাদেশ এমপ্লায়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি আর্দাশির কবির, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট ফারুক হাসান, বাংলাদেশ মুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোঃ শহীদুল্লাহ বাদল, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ডা.ওয়াজেদুল ইসলাম খান প্রমুখ।

#

ফেরদৌস/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুর্বণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৬

**‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ উপজীব্য করে ব্যাপক আয়োজনে মিয়ানমারে স্বাধীনতা দিবস পালিত**

মিয়ানমার, ২৭ মার্চ :

 বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ইয়াঙ্গুনে বাংলাদেশ দূতাবাস গতকাল স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মসূচির প্রথম অংশে ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বাণী পাঠ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন ও আলোচনা পর্ব। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে ইয়াঙ্গুনের একটি পাঁচ তারকা হোটেলে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের আয়োজন করা হয় যেখানে মিয়ানমারের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী, Yangon Region Government-এর মুখ্যমন্ত্রী এবং ইয়াঙ্গুন সিটি-মেয়রসহ মিয়ানমার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

 সন্ধ্যায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ইয়াঙ্গুনস্থ Lotte Hotel-এ একটি বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার আয়োজন করা হয় যেখানে প্রায় সকল রাষ্ট্রদূত/মিশন প্রধানসহ শতাধিক কূটনীতিক, জাতিসংঘের ১৫টির অধিক সংস্থার প্রধানগণ, মিয়ানমার সকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণ, মিয়ানমারের ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ, বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ এবং দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ প্রায় ৩০০ অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

 সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করাসহ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক উন্নয়নকে উপজীব্য করে দূতাবাস কর্তৃক স্থানীয়ভাবে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে আগত ও দূতাবাস পরিবারের শিল্পীরা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ঢোলের সাথে লোকসঙ্গীত সহকারে সমন্বিত নৃত্য পরিবেশন করে যা এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাংস্কৃতিক উপস্থাপনাটি দর্শকদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। পুরো অনুষ্ঠানের আয়োজনে ভিন্নধর্মী মঞ্চসজ্জা এবং সৃষ্টিশীল আলংকারিক আয়োজন অতিথিদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাংলাদেশি ঐতিহ্যের পাশাপাশি আধুনিক বাংলাদেশের উপস্থাপনা উপস্থিত সকলের ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়। সাম্প্রতিক সময়ে ইয়াঙ্গুনে আয়োজিত বিভিন্ন দেশের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানের মাঝে বাংলাদেশের এই আয়োজন এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে।

 অতিথিদের বাংলাদেশি ঐতিহ্যবাহী খাবারসহ বিভিন্ন রকমের আয়োজনে ইফতার এবং নৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথিদের বাংলাদেশি পাটের তৈরী জুয়েলারি ব্যাগ, দেশে উৎপাদিত চা এবং ঐতিহ্যবাহী শুকনা মিষ্টান্নসহ একটি সুদৃশ্য স্মারক ব্যাগ উপহার দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, সকালে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় মিয়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ড. মোঃ মনোয়ার হোসেন স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি শ্রদ্ধাভরে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্ভ্রম হারানো দুই লাখের বেশি নারীর আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালে ‘মুজিবনগর সরকার’, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ, প্রবাসী নাগরিকদের ভূমিকা এবং বিদেশি বন্ধুদের অবদান তুলে ধরেন। রাষ্ট্রদূত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ-‘স্মার্ট বাংলাদেশের’ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ সকলকে ভূমিকা রাখতে আহবান জানান। এর আগে ২৫ মার্চ ২০২৪ দূতালয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় গণহত্যা দিবস পালন করা হয়।

#

মিয়ানমার/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৫

**শিশুরাই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল কারিগর**

 **-মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ লালন করে আজকের শিশুরাই হবে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের মূল কারিগর।

আজ ঢাকায় বাংলাদেশ শিশু একাডেমি সভাকক্ষে, শিশু একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা আমাদের অহংকার। স্বাধীনতার চেতনায় আত্মমগ্ন হয়ে সকলকে দেশ গড়ার কাজে নিয়োজিত হতে হবে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত এই স্বাধীনতার যথার্থ মূল্য দিতে শিখতে হবে। ২৬শে মার্চ রক্ত, অশ্রুস্নাত বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহের দিন ও বাঙালীর শৃঙ্খলমুক্তির দিন। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘদিনের ইংরেজ শোষণ থেকে মুক্ত হয়েও বাঙালি স্বাধীনতার প্রকৃত সুফল পায়নি। পাকিস্তানী শাসকেরা অত্যাচার, নির্যাতন ও শোষণ করতে থাকে সংখ্যাগরিষ্ট বাঙালিদের। পাকিস্তানিদের প্রকৃত চেহারা উপলদ্ধি করে এদেশের মানুষের মনে ধীরে ধীরে স্বাধীনতার স্বপ্ন জাগরিত হয়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধাপে ধাপে পুরো বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

#

আলম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুর্বণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১৪

**ইসলামাবাদে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন**

ইসলামাবাদ, ২৭ মার্চ :

গতকাল ইসলামাবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে বাংলাদেশের ৫৪তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করেছে। হাইকমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে পাকিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোঃ রুহুল আলম সিদ্দিকী দূতালয় প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা পর্ব শুরু হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রদত্ত বাণী পাঠ করা হয়। আলোচকবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কাঙ্খিত স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাস বিস্তারিত তুলে ধরেন।

হাইকমিশনার তাঁর সমাপনী বক্তৃতায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ত্রিশ লক্ষ শহিদ, দুই লক্ষাধিক সম্ভ্রম হারানো মা-বোন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সকল সূচকে বিগত পনেরো বছরে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। হাইকমিশনার বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার পথ ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ‘রূপকল্প ২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। আলোচনা শেষে বাংলাদেশের সমৃদ্ধি, অগ্রগতি ও কল্যাণ কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

#

তৈয়ব/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/আলী/আসমা/২০২৪/১৫০০ ঘণ্টা

Handout Number : 3913

**Independence and National Day of Bangladesh celebrated at the United Nations:**

**President of the General Assembly as Chief Guest highlights Bangladesh’s tremendous success to become an economic powerhouse in South Asia**

New York, 27 March :

“With a well-educated workforce and a dynamic youth population, modern Bangladesh has overcome remarkable odds to become an economic powerhouse in South Asia” – Ambassador Dennis Francis, President of the General Assembly made this comment while delivering remarks as chief guest at the reception hosted by the Permanent Mission of Bangladesh to the United Nations in New York to celebrate the great Independence and National Day-2024 of Bangladesh.

The President of the General Assembly mentioned that Bangladesh’s story is one of extraordinary strength, perseverance and determination in the most trying of times. He also stated that in addressing the United Nations, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman eloquently ushered in fresh ideas for building a world free from economic inequalities, social injustice, and the threats of nuclear war.

Both President of the General Assembly and the Permanent Representative of Bangladesh referred to the 50th anniversary of Bangladesh’s membership to the United Nations. Ambassador Muhith mentioned that guided by the famous dictum of our Father of the Nation: ‘Friendship to all, malice towards none’, Bangladesh joined the UN family 50 years ago and made multilateralism an absolute priority. He also reiterated Bangladesh’s commitment to make value-driven contribution to all important UN discourses.

The event was attended by around 150 Permanent Representatives, high officials of the UN Secretariat, international media personalities, think tank and other dignitaries. The event started with hoisting of national flag and playing the national anthem. The guests were served iftar-dinner with traditional Bangladeshi cuisine.

#

Mission New York /Kamruzzaman/Fatema/Paban/Ali/Asma/2024/1445 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১২

**ফিলিপাইনে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

ফিলিপাইন (ম্যানিলা), ২৭ মার্চ:

ফিলিপাইনের ম্যানিলায় বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র বিভাগের আন্ডারসেক্রেটারি জেসাস ডমিঙ্গো, সিনেটর ফ্রান্সিস টলেন্টিনো, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ফাতেমা ইয়াসমিন, কূটনৈতিক কোর প্রধান চার্লস ব্রাউনসহ ৪০টি দেশের রাষ্ট্রদূত ও কূটনীতিকবৃন্দ, বিভিন্ন সিটি মেয়র, বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থার প্রধান, ফিলিপিনো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারি বিভাগসমূহের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ এবং আর্ন্তজাতিক ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশিসহ তিন শতাধিক অতিথি এই অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত পরিবেশনা এবং দূতালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। দিবসটিতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ, মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা এবং বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আন্ডারসেক্রেটারী জেসাস ডমিঙ্গো বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বাংলাদেশের সাথে ফিলিপাইনের মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের সাথে কৃষি, বাণিজ্য, পর্যটনসহ বিভিন্ন খাতে সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিবিধ ক্ষেত্রে বিদ্যমান অমিত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ঘনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই সাথে তিনি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন।

#

সায়মা/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুর্বণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১১

**সফল নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন**

**জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী**

ক্যানবেরা, ২৭ মার্চ :

সফল জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের জন্য বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী ম্যাট থিসেলওয়েট।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে গতকাল অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় হায়াত হোটেলে বাংলাদেশ হাইকমিশন আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, অস্ট্রেলিয়া ও বাংলাদেশের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশকে অস্ট্রেলিয়ার স্বীকৃতি প্রদান এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গফহুইটলামের বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দু’দেশের দৃঢ় সম্পর্কের সূচনা হয়। তিনি অস্ট্রেলিয়ার উন্নয়নে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভূমিকারও প্রশংসা করেন। অস্ট্রেলিয়া বর্তমান সরকারের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব আরো ব্যাপক পরিসরে বাড়বে বলে বাংলাদেশের হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দীকী আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা অর্জনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অদম্য নেতৃত্বের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন আল্লামা সিদ্দীকী।

অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার রয়েল মিলিটারি ব্যান্ডের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ হাইকমিশন প্রাঙ্গণে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এসময় রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এছাড়া যারা মুক্তি সংগ্রামে অবদান রেখেছেন ও শহিদ হয়েছেন তাদের জন্য এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

#

তৌহিদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/মাসুম/২০২৪/১৩১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯১০

**বাংলাদেশের সকল অগ্রযাত্রার মূল নিয়ামক স্বাধীনতা**

**-ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৩ চৈত্র (২৭ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, স্বাধীনতার ৫৩ বছরে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের রোল মডেল। বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সকল অগ্রযাত্রার মূল নিয়ামক স্বাধীনতা।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, মহান স্বাধীনতার ৫৪ বছরে পদার্পন করেছে দেশ। বিগত ৫৩ বছরে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে। দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোর প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার কমেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের প্রথম সারির দেশ বাংলাদেশ। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতু, কর্ণফুলি টানেল ও মেট্রোরেল নির্মাণ করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, মহাকাশে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়েছে, আমরা সাবমেরিনের গর্বিত মালিক হতে পেরেছি। এছাড়া, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, লাহোর প্রস্তাব অনুসারে যদি তৎকালীন পূর্ব বাংলা একটি আলাদা রাষ্ট্র হতো তাহলে বাংলাদেশের ইতিহাসটা অন্যরকম হতে পারতো। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে আমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতটা তৈরি হয়েছে পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট। বিশ্ব ইতিহাসের নৃশংস ও জঘন্যতম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে প্রায় সপরিবারে স্বাধীনতার মহানায়ককে হত্যা করা হয়েছে। যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন তাহলে দেশের উন্নয়ন-অগ্রযাত্রা আরো বেগবান হতো। তিনি আরো বলেন, বঙ্গবন্ধুর আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিলো সোনার বাংলা গড়ে তোলা। সে লক্ষ্যেই বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন ধর্মসচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ ফজলুর রহমান, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এএসএম শফিউল আলম তালুকদার, ৫৬০ মডেল মসজিদ ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ নজিবর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পরিচালক মোঃ আনিসুর রহমান সরকার ও মোঃ হাবজ আহমদ প্রমূখ।

পরে বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত এবং দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে দোয়া করা হয়।

#

সিদ্দীক/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৯

**ব্রাসিলিয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

ব্রাসিলিয়া ২৭ মার্চ:

ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়ায় বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও দিবসটি উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত সাদিয়া ফয়জুননেসা বক্তব্যের শুরুতে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বকে স্মরণ করেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রয়াস ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

#

মিশন ব্রাসিলিয়া/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৮

**ভিয়েতনামে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

হ্যানয়, ২৭ মার্চ :

ভিয়েতনামের হ্যানয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডু হাং ভিয়েত। এতে হ্যানয়স্থ বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত, আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি, ভিয়েতনামের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিনিধি এবং হ্যানয়ে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিসহ শতাধিক অতিথি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ লুৎফর রহমান বক্তব্যের শুরুতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ, দুই লাখ মা-বোন এবং সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিগত কয়েক বছরে আর্থসামাজিক সকল খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। উন্নয়নের পরবর্তী ধাপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী ও সমৃদ্ধশালী উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডু হাং ভিয়েত স্বাধীনতার বিগত ৫৪ বছরে অর্জিত অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববাজারে পোশাক শিল্পে নেতৃত্ব প্রদান এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আজ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

#

মিশন ভিয়েতনাম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৭

**নিউইয়র্কে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

নিউইয়র্ক, ২৭ মার্চ :

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে গতকাল মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে কনসাল জেনারেল, কূটনীতিক, ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের প্রতিনিধি, গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট মার্ক জেফ ও নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের প্রতিনিধিসহ বিদেশি অতিথিবৃন্দের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বীরমুক্তিযোদ্ধাগণ, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মিডিয়া ব্যক্তিত্বসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কনসাল জেনারেল মোঃ নাজমুল হুদা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে অনুষ্ঠান শু্রু করেন। এরপর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয় এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, শহিদ বুদ্ধিজীবী ও জাতীয় চার নেতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্য, জাতীয় চার নেতা, ৭১-এর সকল শহিদ, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ ও শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে এবং দেশের অব্যাহত শান্তি ও অগ্রগতির জন্য মোনাজাত করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের বন্ধু সম্মাননা প্রাপ্ত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক লিয়ার লেভিন, মেয়র অফিসের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিশনার দিলীপ চৌহান ও বিচারপতি সোমা সাইদ প্রমুখ।

#

মিশন নিউইয়র্ক/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/আলী/মাসুম/২০২৪/১২১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৬

**ডেনমার্কে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

কোপেনহেগেন (ডেনমার্ক), ২৭ মার্চ :

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে বাংলাদেশ দূতাবাসে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪’ পালন করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূত এ কে এম শহীদুল করিম জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী কর্মসূচির ‍উদ্বোধন করেন। রাষ্ট্রদূত হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়।

বাংলাদেশ দূতাবাস স্থানীয় হুয়ন ইভেন্ট সেন্টারে দিবসটি উপলক্ষ্যে একটি অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ডেনমার্কে প্রবাসী বাংলাদেশি, রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দু’দেশের জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরপর বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

রাষ্ট্রদূত স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে যে সকল লাখো শহিদ দেশের জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের আত্মত্যাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের শহিদ সদস্যসহ মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদদের মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়।

#

জামান/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/আসমা/২০২৪/১২৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৫

**অটোয়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

অটোয়া, ২৭ মার্চ:

 অটোয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমান অটোয়ায় বাংলাদেশ হাউজে জাতীয় সঙ্গীতের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে হাইকমিশনারের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বাণী পাঠ করা হয়। এরপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

হাইকমিশনার ড. খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে হাইকমিশনের অডিটোরিয়ামে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এসময় হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

#

মিশন অটোয়া/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯০৪

**টরন্টোতে যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালিত**

টরেন্টো কানাডা, ২৭ মার্চ :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল টরন্টোতে গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন করা হয়েছে। দিবসের শুরুতেই বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বানী পাঠ করা হয়।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ ফারুক হোসেন তার বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশের স্থপতি, স্বাধীনতার মহানায়ক, জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে উপস্থিত সকলকে মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু সবসময় একটি সুখী উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি আরো বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

শেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার মাগফেরাত এবং দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয়।

#

মিশন টরন্টো/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১০৪৫ ঘণ্টা